পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী

২০১৯ জুলাই-সেপ্টেম্বর • শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪২৬

ভেতরের পাতায়

পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প: PPEPP	০২
গবেষণা কার্যক্রম: এজেন্ট ব্যাংকিং বিষয়ক পর্যালোচনা সভা	০২
পিকেএসএফ-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৩
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	০৪
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম	০৫
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	০৬
কৈশোর কর্মসূচি	০৬
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	০৭
LIFT কর্মসূচি	০৭
মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন	০৮
ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রম	০৯
পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯	০৯
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	১০
নাগরিক সেবার উদ্ভাবন	১০
আবাসন ঋণ কার্যক্রম	১১
জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৯	১১
SEP প্রকল্পের কার্যক্রম	১২
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩-১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
জাতীয় শোক দিবস পালন	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯
৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

এসডিজি-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ শীর্ষক সেমিনার

এসডিজি-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ শীর্ষক এক সেমিনার বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আলোচকবৃন্দ সুস্বাস্থ্য ও সবার কল্যাণে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি প্রধান অতিথি এবং মেডিকেল শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

প্রধান অতিথি ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়'—টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে সরকার তা বাস্তবায়নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি অর্জনে অর্থায়নকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তা মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি ও ব্যবসায়িক মহলের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বিশেষ অতিথি জনাব শেখ ইউসুফ হারুন এসডিজি-৩ অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি জোর দেন। এসডিজি-৩ অর্জনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে বলে তিনি জানান।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রয়োজন বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এছাড়া, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দুর্নীতি প্রতিরোধ, যথাযথ ও বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, বর্তমানে প্রায় ছয় কোটি মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে পিকেএসএফ-এর সেবা গ্রহণ করছে। শুধু ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয় বলে পিকেএসএফ আরও বিভিন্ন রকমের জনহিতকর সেবা প্রদান করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে পিকেএসএফও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সকলের সামষ্টিক প্রচেষ্টায় এসকল উদ্যোগ চলমান থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেমিনারে **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ)** শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। তিনি পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে কীভাবে মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হচ্ছে তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছে। সমৃদ্ধি'র ৩৭৪ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ২,৬০৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতিদিন অতিদরিদ্র জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। এ পর্যন্ত ২৩,৭৩৩ জন অতিদরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ৬,২৩,৮০৯ জনকে সেবা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে এমবিবিএস ও প্যারামেডিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের অতিদরিদ্র মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ নেন। মুক্ত আলোচনা পর্বে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসহ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন।

পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প: PPEPP

দেশব্যাপী ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। যুক্তরাজ্য সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় ২০১৯-২০২৫ মেয়াদে প্রকল্পটি দেশের ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা ও হাওরবেষ্টিত অঞ্চলে ২০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

অতিদারিদ্র্য-প্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ চারটি ভিন্ন-ভিন্ন ভৌগোলিক বাস্তবতায় দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল, উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চল এবং দলিত ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত চরম দারিদ্র্যপীড়িত নির্বাচিত ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রম পাইলটিংয়ের আওতায় দেশের ঝুঁকিপূর্ণ চারটি অঞ্চলের ১০ জেলাভুক্ত ১৭টি ইউনিয়নে অতিদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে।

৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে PPEPP প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা। পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী প্রকল্পের চলমান এক বছরমেয়াদি Inception Phase-এ গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

০১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে PPEPP প্রকল্পের পাইলটিং কার্যক্রম বিষয়ে পিকেএসএফ ভবনে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ১০টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বা প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ কর্মশালার উদ্বোধন ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

PPEPP প্রকল্পের পাইলটিং পর্যায়ে অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণে বিভিন্ন সভা ও কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের মাধ্যমে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পদ্ধতির সূচক নির্ধারণ এবং খানা জরিপ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব সূচক ও প্রশ্নপত্র বিগত ২৫-২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে চারটি ভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মএলাকার মাঠ পর্যায়ে যাচাই করা হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে পিকেএসএফ, ডিএফআইডি বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে PPEPP প্রকল্পের ৪র্থ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় DFID Bangladesh-এর পক্ষে Dr Simone Field, টিম লিডার, জনাব ABM Feroz Ahmed, লাইভলিহুড অ্যাডভাইজার, জনাব Tasneem Rahman, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অংশগ্রহণ করেন। এতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে অংশ নেন জনাব Meriem El Harouchi, Attaché, Programme Manager - Social Protection. সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ডিএফআইডি বাংলাদেশ-এর Extreme Poverty Team-এর সদ্যনিযুক্ত টিম লিডার জনাব John Warburton পিকেএসএফ-এ সৌজন্য সফরে আসেন। এ সময় বিভাগটির বিদায়ী টিম লিডার W. Simone Field তার সফরসঙ্গী ছিলেন। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে জনাব একিউএম গোলাম মাওলা, ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

গবেষণা কার্যক্রম: এজেন্ট ব্যাংকিং বিষয়ক পর্যালোচনা সভা

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সভাপতিত্বে এজেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বর্তমানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পিকেএসএফ-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কার্যক্রমের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে খতিয়ে দেখতে এই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ সদস্য জনাব হেলাল আহমাদ চৌধুরী, ড. নাজনীন আহমেদ এবং জনাব মহসিন আলী উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক; ড. তৌফিক হাসান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (গবেষণা), এবং জনাব লুৎফর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন। সভায় এজেন্ট ব্যাংকিং বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর গবেষণা ইউনিটের পরিচালক ড. তাপস কুমার বিশ্বাস।

পিকেএসএফ-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পিকেএসএফ-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। ১ জুলাই ২০১৯ থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন সাবেক এই সিনিয়র সচিব। তিনি সাবেক মুখ্যসচিব জনাব মোঃ আবদুল করিমের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ-এর শীর্ষ নির্বাহী পদে তার যোগদান উপলক্ষে ১ জুলাই ২০১৯ একটি পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সভাপতি আশা প্রকাশ করেন, জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর ব্যাপকবিস্তৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহ আরও বেগবান হবে।

নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ ও সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পরিচিতি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, প্রায় তিন দশক ধরে কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর সাফল্য প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা ও উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

পরদিন ২ জুলাই, পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের সাথে পৃথক এক সভায় মতবিনিময় করেন নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক। সহকারী ব্যবস্থাপক থেকে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর চারজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক -- জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, জনাব গোলাম তৌহিদ ও জনাব একিউএম গোলাম মাওলা এবং বিভিন্ন স্তরের পাঁচজন কর্মকর্তা।

জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ তার বক্তব্যে বলেন, দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ দায়বদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিদ্যমান কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনা এবং আরও বেশি কার্যকর ও বেগবান করতে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। এ ছাড়া, যথাসময়ে যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যসম্পাদন, জেন্ডার সাম্য ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখা, পারিবারিক জীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে সুষম সামঞ্জস্য বিধান এবং সকল দাপ্তরিক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও যথোচিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তিনি পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগ, ইউনিট, শাখা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করবেন।

পরবর্তীকালে, এসব সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ, ইউনিট, শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে তাকে সবিস্তারে অবগত করা হয় এবং তিনি এসব কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও কার্যকর করার স্বার্থে নানাবিধ নির্দেশনা প্রদান করেন। বিশেষত, তিনি যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এ যাবৎকাল পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হতো, যা আমাদের সহযোগী সংস্থা ও সাধারণ পাঠকের কাছে অনেক সময় সহজবোধ্য নয়। তাই তিনি ২০১৯ সাল থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও প্রকাশ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ৩৫ বছর ধরে নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে জনপ্রশাসনে যোগদান করে তিনি ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, এবং ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং মাঠ প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণকারী জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১২.৬২ লক্ষ খানায় ৫৭.৮৫ লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মানুষকে শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদান নয়; সেই অর্থ প্রকৃত লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্য ও তাদের পরিবারের সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নে এই কর্মসূচি দেশে ও বিদেশে বহুল প্রশংসিত হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চলমান স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ-এর ১৭টি সহযোগী সংস্থা ও ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান সিমেড-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। ১ আগস্ট ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে সমৃদ্ধিভুক্ত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানদের জন্য ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার ওপর একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সিমেড-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দকার আল মামুন ও অন্যান্য সহযোগী সদস্য সিমেড-এর কর্মপ্রক্রিয়ার ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন। এই কর্মকাণ্ডে সিমেড এবং সহযোগী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত ধারণা দেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান। ইতোমধ্যে সজাগ-এর সমৃদ্ধিভুক্ত সোমভাগ ইউনিয়নে 'ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা' পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ৭,২৩০টি পরিবারের ৩২,৮১০ মানুষকে এক বছরব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মূল্যায়ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স-এর ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (আইডিএস) Pathways to Sustainable Development and Human Dignity and Choice শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। আইডিএস-এর রিসার্চ ফেলো ও প্রখ্যাত উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. মার্টিন গ্রিলি এই গবেষণাকর্মের নেতৃত্ব দিয়েছেন। গবেষণা শেষে বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদন জমা দিয়েছে আইডিএস। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে কীভাবে সমৃদ্ধি কর্মসূচি দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে সমাজে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রান্তিকে উঠান বৈঠক, স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ১৯,৭৩,১৪৭ জন মানুষকে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রান্তিকে ৭১০ জনের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ: এই কার্যক্রমের আওতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রান্তিকে মোট ২৫,০০০ জন যুব সদস্যকে 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান: বিগত ত্রৈমাসিকে মোট ১,০২৭ জন যুবককে ICT for Outsourcing, গাড়ি চালনা এবং ICT & MIS for Microfinance এই ৩টি বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে ২৪ জন যুবক চাকরি পেয়েছেন এবং ১৫ জন যুবকের আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয়: এই কার্যক্রমের আওতায় জুলাই–আগস্ট প্রান্তিকে ১১৬ জন সদস্য ১,২৬,২৮১ টাকা তাদের ব্যাংক হিসেবে সঞ্চয় করেছেন।

উপযুক্ত ঋণ: আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ এই তিন ধরনের ঋণ সেবার আওতায় বিগত ত্রৈমাসিকে সদস্যদের মাঝে মোট ১৪৪.৫৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা: দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নের ৬,৬০৬টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১,৭৫,১৮৮ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সমৃদ্ধিভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমে ০.০৬%-এ নেমে এসেছে। সরকারি হিসেবে সারাদেশে এই হার প্রায় ৪-৪.৫%।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি: দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নে ১,৪৬০টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র সচল রয়েছে। বর্তমানে সমৃদ্ধি ইউনিয়নগুলোতে ৪১১টি সমৃদ্ধ বাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে। সারাদেশে মোট ১২,২৯২টি সমৃদ্ধ বাড়ি রয়েছে।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সদস্যরা সমৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোতে প্রতি দুই মাসে একটি সভায় মিলিত হন। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রান্তিকে মোট ৩,৫১৯টি সমন্বয় সভা আয়োজিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে ৬৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই সকল উপ-প্রকল্প ৩৭টি জেলার ১২৭টি উপজেলায় ৪৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৬৫,৮৮৯ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। অন্যদিকে প্রযুক্তি খাতে মোট ১৭টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এই সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২০,২৭৩ জন কৃষক/উদ্যোক্তা সহায়তা পাচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ

» বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে গৃহীত ভ্যালু চেইন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকাণ্ডগুলোর সুফল যাতে প্রকল্পকাল শেষ হওয়ার পরেও উদ্যোক্তাগণ অব্যাহতভাবে পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে Exit Plan তৈরি করার জন্য বিগত ২০-২২ আগস্ট ২০১৯ "Designing Business Model and Exit Plans for Value Chain Interventions" শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স পিকেএসএফ ভবনে আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ২৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

» টেকসই Business Model অনুসরণ করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে স্বল্পমেয়াদে কর্মকলীন প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ১৫–১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ "Preparation of Winning Business Plan" বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার ৩১ জন কর্মকর্তা পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন

ইফাদ-এর সুপারভিশন মিশন নিয়মিতভাবে PACE প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করে থাকে। বিগত ২৩ জুলাই–৪ আগস্ট ২০১৯ জনাব দেওয়ান এ. এইচ আলমগীরের নেতৃত্বে ইফাদের পাঁচ সদস্যের সুপারভিশন মিশন পিকেএসএফ-এ অফিস পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, মিরসরাই এবং কক্সবাজার সদর উপজেলায় PACE প্রকল্পের বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে।

বিগত ৪ আগস্ট ২০১৯ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব অরিজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে সুপারভিশন মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সুপারভিশন মিশন প্রকল্প কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।

Independent Office of Evaluation মিশন

IFAD Independent Office of Evaluation মিশন বিগত ২৪ আগস্ট ২০১৯ সুনামগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা Friends In Village Development Bangladesh (FIVDB) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাঁস পালন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। Dr. Anne Floquet-এর নেতৃত্বে

তিন সদস্যের একটি দল এই পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করে। Dr. Anne Floquet মাঠ পরিদর্শন শেষে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে ইফাদের অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ড বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল হতে 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি' পরিচালনা করছে। কর্মসূচির উদ্দেশ্য বিভিন্ন সামাজিক অনাচার এবং অপরাধ যেমন-সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, যৌন হয়রানি, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, মাদক সেবন, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা। বর্তমানে প্রায় ৫ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে ৬০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

» ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন** যশোর সদর উপজেলার হামিদপুর স্কুল মাঠে ২ দিনব্যাপী কৈশোর ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। ৮টি স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

» **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলায় কামারালি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে ৮০ জন শিক্ষার্থী দৌড় ও ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

» **মৌসুমী** ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ নওগাঁ জেলায় মিনি ম্যারাথন এবং সাইক্লিং-এর আয়োজন করে। নওগাঁ সদর ফতেহপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ২৭০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

» **দাবি মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা** ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ নওগাঁ জেলায় বিজ্ঞান, কৃষি প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী মেলা ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। মেলায় নওগাঁ সদর উপজেলার ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মোট ১৫টি প্রজেক্ট প্রদর্শিত হয়।

» **মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র** ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দিনাজপুরের বিরল উপজেলার ফরক্কাবাদ এন. আই উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখালেখি, শুদ্ধাচার, নেতৃত্বের গুণাবলি, কবিতা ও বিতর্ক বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে।

» **দিশা** কুষ্টিয়া ১২ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার খোকসা জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

» **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি** ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ নেত্রকোনা সদর উপজেলার সিংহের বাংলা ইউনিয়নের ময়মনসিংহ রুহি নতুন বাজারে ডেঙ্গু প্রতিরোধে তৃণমূল মানুষকে সচেতন করার জন্য সভা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান আয়োজন করে।

» **মমতা** ২৭ আগস্ট ২০১৯ চট্টগ্রামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আনোয়ারা উপজেলা মিলনায়তনে আবৃত্তি ও শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করে।

কৈশোর কর্মসূচি

তারুণ্য বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ৫৯টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় ৭৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এপর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ১৫৪৬টি ক্লাব এবং ১০৬০টি 'স্কুল-ফোরাম' গঠন করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

» **কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)** ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাজবাড়ী জেলা সদরের কাজী হেদায়েত হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কিশোরী ফোরামের অর্ধশতাধিক ছাত্রীদের নিয়ে সামাজিক সচেতনতা এবং মূল্যবোধ চর্চার প্রত্যয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করে।

» **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা** ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ভোলার চরসামাইয়া বন্ধুজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নেতৃত্বের গুণাবলি বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করে।

» **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)** ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বারোদোনা আল আমিন আদর্শ মহিলা মাদ্রাসা, সাতকানিয়ায় ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট স্কুল ফোরাম গঠন ও অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে।

» **প্রত্যাশী** ৭ আগস্ট ২০১৯ কক্সবাজার জেলায় চকরিয়া ইসলামনগর শহীদ হোছাইন চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে কৈশোর ক্লাব ও স্কুল ফোরামের সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

GCA শীর্ষক অনুষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৯ জুলাই ২০১৯ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ Dhaka Meeting of the Global Commission on Adaptation (GCA) শীর্ষক এক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মার্শাল আইল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি ড. হিলদা হেইন,

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি-মুন, বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ক্রিস্টালিনা জোর্জিভাসহ প্রায় ৪০টি রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন বিষয়ে আলোচনা করেন। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ উক্ত অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ স্টলে জলবায়ু সহনশীল সমৃদ্ধ বাড়ি ও কাঁকড়া হ্যাচারির মডেল উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিকেএসএফ স্টল পরিদর্শন করেন।

পরামর্শ সভা

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত এবং Sustainable Enterprise Project (SEP)-এর আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিষয়ে ৫টি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণের জন্য বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, আরডিএ-বগুড়া এবং জিআইজেড-এর বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, গবাদিপশু পালনে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল

Green Climate Fund (GCF)-এর Simplified Approval Process (SAP)-এর আওতায় বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য Extended Community Climate Change Project-Flood শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাবনাটি GCF-এ দাখিল ও Independent Technical Advisory Panel (ITAP) কর্তৃক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। SAP-এর আওতায় পিকেএসএফ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খরা অঞ্চলের জন্য Extended Community Climate Change Project- Drought শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাবনাটি NDA Advisory Committee-র অনাপত্তিপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে বিগত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ GCF-এ প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে খাবার ও ফসল চাষের পানির জন্য সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাতকুয়া স্থাপন এবং সদস্যদের বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন, পুকুর খনন ও পুনঃখনন, খাবার পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন এবং খরা সহনশীল জাতের ফসল চাষ ইত্যাদি।

LIFT কর্মসূচি

পিছিয়েপড়া দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদ্যোগে অর্থায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০০৬ সাল থেকে একগুচ্ছ আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবার সমন্বয়ে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত LIFT কর্মসূচির আওতাভুক্ত ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগের কার্যক্রম বর্তমানে দেশের ৪৭টি জেলায় বিস্তৃত রয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত ৫৬টি উন্নয়ন সংগঠন (৪৩টি সহযোগী সংস্থা এবং ১৩টি বহিঃসংস্থা) উল্লিখিত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রান্তিক মানুষের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মসূচির আওতায় এই পর্যন্ত ৭টি কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠায় অর্থায়ন করা হয়েছে। উপকূলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে ২০টি ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট।

LIFT কর্মসূচির আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলাভুক্ত ৮টি ইউনিয়ন এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলাভুক্ত ১১টি ইউনিয়নে ২০১৯ সালের জুলাই মাস থেকে 'সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা প্রকল্প)' শীর্ষক একটি নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। দুই বছর মেয়াদী উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে সহযোগী সংস্থা **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**।

বিগত ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লোকমোর্চা কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় করেন পিকেএসএফ-এর সফররত কর্মকর্তাবৃন্দ।

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে LIFT কর্মসূচির আওতায় সম্ভাবনাময় উদ্যোগসমূহ সম্প্রসারণ ও প্রতিরূপায়ণের পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

» বিগত ১৬–২০ আগস্ট ২০১৯ পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মৌলভীবাজার জেলা সফর করেন। তিনি বড়লেখা উপজেলাধীন দাসের বাজার ইউনিয়নে ১৭ আগস্ট ২০১৯ আনুষ্ঠানিকভাবে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন। এরপর চেয়ারম্যান মহোদয় সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**-এর রাজনগর উপজেলাধীন পাঁচগাঁও ইউনিয়নে সমৃদ্ধি ও লিফ্‌ট প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন খামার ও হ্যাচারি (কুঁচিয়া কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, হিলি চিকেন, টার্কি মুরগি, কাদাকনাথ মুরগি, ব্রয়লার হাঁস পালন), স্যাটেলাইট ক্লিনিক, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, সমৃদ্ধ বাড়ি এবং পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্য নূরজাহান বেগমের বাড়ি পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া, চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাধীনতা পদক-২০১৯ প্রাপ্তি উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

» পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন আবদুল্লাহ বিগত ১২–১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ যশোর জেলাধীন সহযোগী সংস্থা **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** ও **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)** পরিদর্শন করেন। তিনি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের খামার, মাছের হ্যাচারি, শিশু স্বর্গ, মোটর সাইকেলের সাজসরঞ্জাম তৈরির কারখানা, ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা দুটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালীস্থ ফুলের বাজার, ফুল চাষ, তরমুজ চাষ, মৎস্য চাষ, সারা বছরব্যাপী সবজি উৎপাদন, গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও শসা চাষ, টার্কি-মুরগি ও কোয়েলের সমন্বিত খামার, বিভিন্ন প্রজাতির কয়েক ধরনের পশুর খামার পরিদর্শন করেন। তিনি SEIP প্রকল্পের আওতায় Food and Beverage Production, Food and Beverage Service, Housekeeping এবং IT Freelancing ট্রেডে চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি যশোরস্থ রামনগর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে PACE প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গ্রীন বায়োটিক বাংলাদেশ নামক 'টিস্যু কালচার ল্যাব' পরিদর্শন করেন। সহযোগী সংস্থা **আরআরএফ**-এর মাধ্যমে ফুলের এই টিস্যু কালচার ল্যাবটি স্থাপন করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

» উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদেরও বিগত ৬ জুলাই যশোরস্থ সহযোগী সংস্থা **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)** পরিচালিত ফুলের টিস্যু কালচার ল্যাব ও চলমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। দেশে জার্বেরাসহ বিভিন্ন জনপ্রিয় ফুলের মাতৃগাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় চাষিদের মাঝে গুণগত মানসম্পন্ন, জীবাণুমুক্ত এবং সুস্থ-সবল ফুলের চারার সরবরাহ বৃদ্ধি করাসহ ফুল চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠান

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ 'Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito' শীর্ষক প্রকল্পভুক্ত 'Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito' কম্পোনেন্টের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং সমাপনী অনুষ্ঠান' আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ডিএফআইডি-এর প্রতিনিধিবৃন্দ, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। প্রধান অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, এবং Delegation of the European Union to Bangladesh-এর First Secretary Mr. Manfred Fernholz। প্রকল্পটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পিকেএসএফ ৩৬টি নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্টটি বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল ইউনিয়নে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলবর্তী উপজেলাসমূহের সর্বমোট ১,৭২৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করেছে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে টেকসইভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করার উদ্দেশ্যে এই সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইতোমধ্যে বহিঃপরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১.৮৩ লক্ষ অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা সম্ভব হয়েছে। উল্লিখিত জনগোষ্ঠী এখন আর দরিদ্র নয়। এই প্রকল্পের সহযোগিতায় অবশিষ্ট ১.৪২ লক্ষ অতিদরিদ্র খানার সদস্যদের, বিশেষত নারী ও সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের মানসম্মত জীবনযাপনের বিভিন্ন উপায় সৃষ্টি হয়েছে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন হয়েছে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯

আগামী ১৪ নভেম্বর শুরু হচ্ছে পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯। চলবে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। মেলা উদ্বোধন করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি মেলার বিভিন্ন স্টলও পরিদর্শন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হবে। এছাড়া মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হবে। উন্নয়ন মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে পাঁচদিন ব্যাপী বিষয়ভিত্তিক সেমিনার। সেমিনারে মন্ত্রিসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও সচিববৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন দেশের বিশিষ্ট সমাজভাবুক ও শিক্ষাবিদগণ।

প্রতিবারের মত এবারও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সফল উদ্যোক্তারা ঢাকায় আসবেন তাদের বিচিত্র পসরা নিয়ে। মেলায় সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানের ১৮৭টি স্টলে তাদের উৎপাদিত নিত্য ব্যবহার্য পণ্যসহ বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি হবে। ৭ দিন ধরে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র হয়ে উঠবে উৎসবের আনন্দে মুখর, মানুষের মিলন-মেলা এবং নানা প্রচলিত ও অপ্রচলিত এবং নতুনভাবে উদ্ভাবিত দ্রব্যসামগ্রীর বিকিকিনির এক অনন্য কেন্দ্র। সন্ধ্যায় দেশের প্রতিথযশা শিল্পীদের অংশগ্রহণে থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও থাকবে পিকেএসএফ-এর শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিল্পীরা পরিবেশন করবেন দেশের গান, লোকগান, পটগান, গীতিনাট্য, আঞ্চলিক ফ্যাশন শো, গম্ভীরা, আদিবাসী নৃত্য। মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত। সবারে করি আহবান।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল হতে নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে নির্বাচিত পৌরসভা এবং চারটি সিটি কর্পোরেশনে শহুরে পরিবেশে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে উন্নত আবাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র-আবাসন-ঋণের পরীক্ষামূলক মডেল বাস্তবায়ন করা। প্রকল্পের আওতায় উন্নত আবাসনের জন্য পিকেএসএফ ঋণ ও অবকাঠামো নির্মাণ সহায়তা সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড নির্ধারিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রকল্পের মেয়াদ ৫ বছর, যার মধ্যে প্রথম দুই বছরের পাইলট পর্যায় ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সহযোগী সংস্থার নাম	শহরের নাম
আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	মাগুরা ও যশোর
ইকো- সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন	ঠাকুরগাঁও ও রংপুর
ন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম	সিরাজগঞ্জ ও পাবনা
পিদিম ফাউন্ডেশন	নরসিংদী, গাজীপুর
টিএমএসএস	কুমিল্লা, বগুড়া ও নারায়ণগঞ্জ (প্রস্তাবিত)
শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	শরীয়তপুর
গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা	ভোলা

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৭টি সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ হতে ঋণ বাবদ ৪১৭.০০ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ এবং ১,৪৫২ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে নতুন গৃহ নির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ মোট ৪১৯.৯৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। পিকেএসএফ-এর আয়োজনে চলতি সময় পর্যন্ত ৪টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত আয়োজনে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ৪টি জেলার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বব্যাংক ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ০৩ অক্টোবর পর্যন্ত একটি Implementation Support Mission সম্পন্ন করেছে। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও যশোর পরিদর্শন করা। এই সময় পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আলোচনা সভা এবং মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের মাননীয় মেয়র ড. সেলিনা হায়াৎ আইভি-র সঙ্গে বিশ্বব্যাংক এবং পিকেএসএফ-এর একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাত করেন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন।

বিশ্বব্যাংক তার মিশন রিপোর্ট Aide Memoir-এ পিকেএসএফ-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অগ্রগতি শুরু থেকেই 'সন্তোষজনক' বলে উল্লেখ করেছে। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে নিরাপদভাবে, সহজ ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আবাসন ঋণসেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন

নাগরিক সেবার উদ্ভাবনী অনুশীলনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজিক প্লান অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন গাইডলাইন ২০১৫-এর ওপর ভিত্তি করে পিকেএসএফ-এর একজন মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি ইনোভেশন টিম গঠন এবং বার্ষিক উদ্ভাবন কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পিকেএসএফ ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে । বিগত বছর থেকে পিকেএসএফ-এ স্মার্ট ফান্ড ট্রান্সফার, রিয়েল টাইম অনলাইন ট্রেনিং এবং স্কিল লার্নিং প্লাটফর্ম নামে তিনটি ধারণা পাইলটিং করা হয়। নাগরিক সেবার জন্য উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য হলো, কম সময়, কম অর্থ ও পরিদর্শনের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রাপ্তি এবং কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি।

২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি পর্যালোচনা সভা হয়। পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান এতে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়ন এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য একটি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর উদ্ভাবক দল পরিকল্পিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অনুষ্ঠিত নিয়মিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে।

আবাসন ঋণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ-কর্তৃক অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আবাসন ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো স্বল্প আয়ের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা। আবাসন কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন নির্মাণ, মেরামত এবং সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ১৫টি জেলার ২৬টি উপজেলায় ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৫০.০ মিলিয়ন টাকা সংস্থা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই পর্যন্ত ৫২৭ জন সদস্যের মধ্যে মোট ১২৯.০৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থার নাম	উপজেলা ও জেলা
আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	শার্শা, যশোর
ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
টিএমএসএস	বগুড়া সদর: বগুড়া
গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	পার্বতীপুর: দিনাজপুর
শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	শরীয়তপুর সদর: শরীয়তপুর
জাকস ফাউন্ডেশন	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, ধামুরহাট বদলগাছি: জয়পুরহাট
ঘাসফুল	পটিয়া, আনোয়ারা: চট্টগ্রাম, ফেনী সদর, ফেনী
গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা	ভোলা সদর: ভোলা
ওয়েভ ফাউন্ডেশন	চুয়াডাঙ্গা সদর: চুয়াডাঙ্গা
হীড বাংলাদেশ	মৌলভীবাজার, কমলগঞ্জ, রাজনগর: মৌলভীবাজার
ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন	সীতাকুন্ড সদর: চট্টগ্রাম
রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন	ঝিকরগাছা: যশোর
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সুবর্ণচর: নোয়াখালী
পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন	কিশোরগঞ্জ সদর, বাজিতপুর এবং কুলিয়ারচর: কিশোরগঞ্জ
শতফুল বাংলাদেশ	রাজশাহী সদর: রাজশাহী

আবাসন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সহযোগী সংস্থার কাজের সুবিধার্থে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্পের আয়োজনে ৪টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হয়েছে।

এই আয়োজনে মাঠ পর্যায়ের নতুন নির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ কাজে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ৪টি জেলার ৪টি সংস্থায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ১৫টি সংস্থার ১২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ থেকে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও হাতে কলমে শিক্ষণের মাধ্যমে আবাসন কর্মসূচির গুণগত মান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৯

কন্যাশিশুর প্রতি জেন্ডার বৈষম্য রোধ, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩০ সেপ্টেম্বরকে 'জাতীয় কন্যা শিশু দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়।

২০১৩ সাল থেকে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলার জন্য চলতি অর্থবছর এই ইউনিট' মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ), বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস (৩১ মে), জাতীয় কন্যাশিশু দিবস (৩০ সেপ্টেম্বর), জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস (২ ফেব্রুয়ারি) ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস (৩ ডিসেম্বর) পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ-এর 'সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন' ইউনিটের আওতাভুক্ত ৪১টি ইউনিয়নে 'কন্যা শিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৯' পালন করা হয়েছে।

দিবস পালনে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সমাজের গণমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

SEP প্রকল্পের কার্যক্রম

দেশের ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোতে পরিবেশসম্মত উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, এদের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতার পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Sustainable Enterprise Project (SEP) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় এই পর্যন্ত ২১টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১০২ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণের অগ্রগতি এবং প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-১ এর আওতায় প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনার জন্য বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ Quarterly Progress Review সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ সভাপতিত্ব করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাগণ এবং সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ইতোমধ্যে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য "এসইপি পলিসি এবং সেফগার্ড ডকুমেন্টস" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে একটি প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সাব-সেক্টরের পরিবেশগত সমস্যা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় এবং সেফগার্ড নীতিমালাসমূহের পরিপালন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এর সভাপতিত্বে SEP-এর আওতায় ৩১ জুলাই ২০১৯ SEP, PACE, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট এবং কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে Natural Farming বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের আওতায় ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ Results Based Monitoring বিষয়ক Brainstorming কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় SEP ও PACE প্রকল্প ইউনিটের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

প্রকল্পের লক্ষ্য ও অর্জন

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পিকেএসএফ মোট ৩৮টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ৬৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ৮টি অগ্রাধিকার খাতের আওতাধীন ১৭টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। মে ২০১৫–ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে পিকেএসএফ ৩টি ধাপে মোট ২৪,৩৫০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

অতিরিক্ত ধাপ-১ এর আওতায় জুলাই–আগস্ট ২০১৯ সময়ে ৩৬টি ব্যাচে ৯০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চলমান। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৭৯০ জন পুরুষ এবং ১১০ জন নারী।

SEIP প্রকল্পের ধাপ-২ এর আওতায় আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৮১টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে ৪৫২৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর। আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ৩,২৪৫ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে, যাদের মধ্যে ২,৭৭৩ জন পুরুষ ও ৪৭২ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে।

প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মধ্যে ১,৬১৮ জন পুরুষ ও ৩০৭ জন নারী কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান হয়েছে ১২৭৭ জনের এবং আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে ৬৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন

» পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিগত ২০ জুলাই ২০১৯ ঢাকাস্থ Trust Technical Training Institute (TTTI) পরিচালিত Refrigeration and Air Conditioning এবং Plumbing ট্রেডের ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক এমন তরুণদের অর্থ যোগানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

পিকেএসএফ সারা দেশে এবং দেশের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুদক্ষ জনবলের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। সকল স্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন বিরতিতে বিদেশেও প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়।

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রান্তিকে ১৫ ব্যাচে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের ৩২৩ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে ১০টি পৃথক মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণসমূহ পিকেএসএফ এবং ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)-এর প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

কোর্সের নাম	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	ভেন্যু
হিসাবরক্ষণ প্রশিক্ষণ (অ-পেশাদার হিসাবরক্ষক)	৫	১২	১৮	পিকেএসএফ
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (এনজিও-এমএফআই) প্রশিক্ষণ	৫	৩২	৪১	পিকেএসএফ
ক্রয় ও মজুদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৫	১৭	২০	পিকেএসএফ
মূসক ও কর বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫	১৬	২১	পিকেএসএফ
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৫	১৩	২১	পিকেএসএফ
সফ্টওয়্যার-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪	২৬	৪৫	পিকেএসএফ আইএনএম
অনুপাত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫	১৫	২১	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (শাখা হিসাবরক্ষক)	৪	৪৯	৬৬	আইএনএম
ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৪	৪৬	৪৭	আইএনএম
প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ	৫	১৬	২৩	আইএনএম
			৩২৩ জন	

ইথিওপিয়া প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

বিগত ১ জুলাই ২০১৯ ইথিওপিয়ার জাতীয় ব্যাংকের উপ-গর্ভনর জনাব তিরানহ মিতাফা পিকেএসএফ পরিদর্শন করেন। জনাব মিতাহা ইথিওপিয়ার ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

ইথিওপিয়ার প্রতিনিধি দলের সফর উপলক্ষে পিকেএসএফ একটি অর্ধবেলা অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচিতে 'উন্নয়ন এবং উপযুক্ত অর্থায়ন বিষয়ক এ্যাপেক্স কৌশল, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর গ্র্যাজুয়েশন মডেল, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন, দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ বিবিধ বিষয় আলোচনা করা হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিনসহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাগণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম ইথিওপিয়ার প্রতিনিধি দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে 'একীভূত অর্থায়ন ও উন্নয়ন' কার্যক্রম পরিদর্শনের অংশ হিসেবে ইথিওপিয়ার প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ পরিদর্শন করে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

জনবল শাখার আয়োজনে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়কালে পিকেএসএফ-এর মোট ৭১ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সসমূহের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়ার ফলে একজন কর্মকর্তা নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।

কোর্সসমূহ সম্পন্নের পর কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য দক্ষতা ও কৌশলসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ফলে পরিবর্তিত সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হল।

প্রশিক্ষণ/কর্মশালা	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক সংস্থা
Accounting for Non-Accountants (AFNA)	০৬	জুলাই ৫, ২০১৯ হতে ৬ সপ্তাহব্যাপী (প্রতি শুক্রবার) আইবিএ	আইবিএ
Impact Assessment of the Credit Wholesaling Program of SME Foundation	০২	জুলাই ১১, ২০১৯ এসএমই	এসএমই
Preparation of Reports and Write-Ups	০৮	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৯ বিএসটিডি	বিএসটিডি
Procurement	৪০	সেপ্টেম্বর ২-৪, ২০১৯ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
Advanced Microsoft Excel	১৫	সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৯ হতে সপ্তাহে ৪ দিন ৮টি ক্লাশ নিউ হরাইজনস কম্পিউটার লার্নিং সেন্টার	পিকেএসএফ এবং নিউহরাইজনস কম্পিউটার লার্নিং সেন্টার

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর

জনবল শাখার আয়োজনে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়কালে পিকেএসএফ-এর ৯ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফরে বিদেশে পাঠানো হয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিচে উল্লেখ করা হলো:

বিষয়	কর্মকর্তার নাম	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
Community-based Microcredit and Sufficiency Economy Development	জনাব মোঃ আজমল হক খান ব্যবস্থাপক	জুন ২৩-জুলাই ০৬ ২০১৯ ব্যাংকক থাইল্যান্ড	Colombo Plan Secretariat & Thailand International Co-operation Agency
Korea Climate Technology 2019	ড. এ কে এম নুরুজ্জামান মহাব্যবস্থাপক	জুলাই ২৪-২৬, ২০১৯ সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া	Ministry of Science and ICT দক্ষিণ কোরিয়া
5th Annual Boulder Rural and Agricultural Finance Program (RAFP)	জনাব মোঃ মেছবাহুর রহমান উপ-মহাব্যবস্থাপক	জুলাই ২২-আগস্ট ০২, ২০১৯ International Training Centre of the ILO, তুরিন, ইতালি	Food and Agricultural Organization Scholarship under Boulder Institute of Microfinance
Financing Agreement Negotiation Program for Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)	জনাব মোঃ ফজলুল কাদের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আগস্ট ৬-৮, ২০১৯ রোম, ইতালি	International Fund for Agricultural Development
KOICA-Yonsei Master's Degree Program in Community Development	জনাব মোঃ আব্দুল করিম ব্যবস্থাপক	আগস্ট ১৮-ডিসেম্বর ১৯, ২০২০, দক্ষিণ কোরিয়া	Korea International Cooperation Agency
Green Climate Fund (GCF) Global Programming	জনাব ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ পরিচালক, (পরি. ও জলবায়ু পরিবর্তন)	আগস্ট ১৯-২৩ ২০১৯, সংডো, দক্ষিণ কোরিয়া	Green Climate Fund
Adaptation Fund Accreditation & Event on Expanding Access to Global Climate Funds in the Asia Pacific	জনাব মোঃ রবিউজ্জামান উপ-ব্যবস্থাপক (পরি. ও জলবায়ু পরিবর্তন)	সেপ্টেম্বর ২-৬ ২০১৯ ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	Adaptation Fund Board Secretariat & United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat
IFAD Financial Management	জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট, PACE	সেপ্টেম্বর ২৩-২৪ ২০১৯ দানাং ভিয়েতনাম	International Fund for Agricultural Development
মধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক	সেপ্টেম্বর ২৬-অক্টোবর ৪, ২০১৯, ফুজিয়ান ও জেংহু, চীন	Bangladesh Association for Social Advancement

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩৬৯৮৬.৭৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৪৭৪৬৮.৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪৩ ভাগ। নিচে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	□মপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ- সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
gj‡mªvZ ÿz`ªFY (cÖvwZôvwbK FYmn)		
eyjbqv`	24486.50	3450.26
RvMiY	135562.89	21161.32
AMÖmi	62735.90	16261.83
mvnm	1014.20	121.50
mydjb	88404.10	5282.40
†KvRGd	8527.50	956.00
mgw„×	6362.83	3496.17
GmwWGj	330.00	162.50
wjdU	1740.76	890.91
Avevmb	150.00	150.00
Ab¨vb¨ (cÖvwZôvwbK FYmn)	2975.44	45.83
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	৩৩২২৯০.১০	৫১৯৭৮.৭১
প্রকল্পসমূহ		
Bdivc	1122.50	13.69
GdGmwc	258.75	0.00
GjAviwc	803.80	0.55
GgGdGgGmGdwc	3619.60	91.90
GgGdwUGmwc	2602.30	3.60
wcGjwWwc	593.91	0.00
wcGjwWwc-2	4130.19	87.47
GjAvBwmGBPGmwc	353.00	৩২৫.৭৫
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	১৬৯৪.৭১	১০২০.০০
মোট (প্রকল্পসমূহ)	১৫১৭৮.৭৬	১৫৪২.৯৬
সর্বমোট	৩৪৭৪৬৮.৮৭	৫৩৫২১.৬৭

কার্য□ ম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৮-১৯) (জুলাই'১৮–জুন ২০১৯) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৮-১৯) (জুলাই ১৮–জুন ২০১৯) (মিলিয়ন টাকায়)
RvMiY	11097.60	217703.56
AMÖmi	9187.70	177069.53
eyjbqv`	2496.00	9600.89
mydjb	8780.70	44432.92
mvnm	3.00	66.56
m¨vwb‡Ukb	20.00	1.73
†KvRGd	1495.00	3378.66
wjdU	546.55	1569.83
mgw„×	1970.10	5754.12
GmGj-GgB	0.00	0.50
GjAvBwmGBPGmwc	202.00	236.22
Avevmb	150.00	75.51
Ab¨vb¨	1038.10	51687.18
মোট	৩৬৯৮৬.৭৫	৫১১৫৭৭.২০

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে ৫১১.৫৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৩৫৭২.৬৬ বিলিয়ন এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৬২। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৯৮.১৮ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্য ১৩.৯১ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.১২ জন মহিলা।

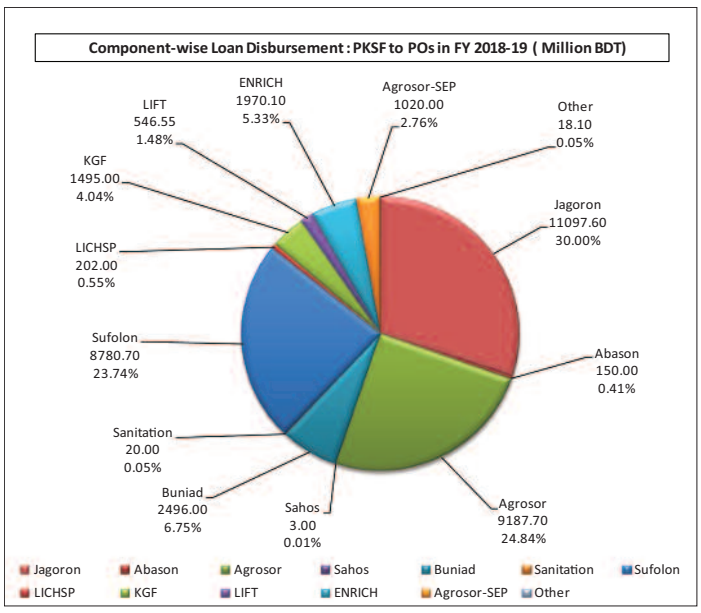

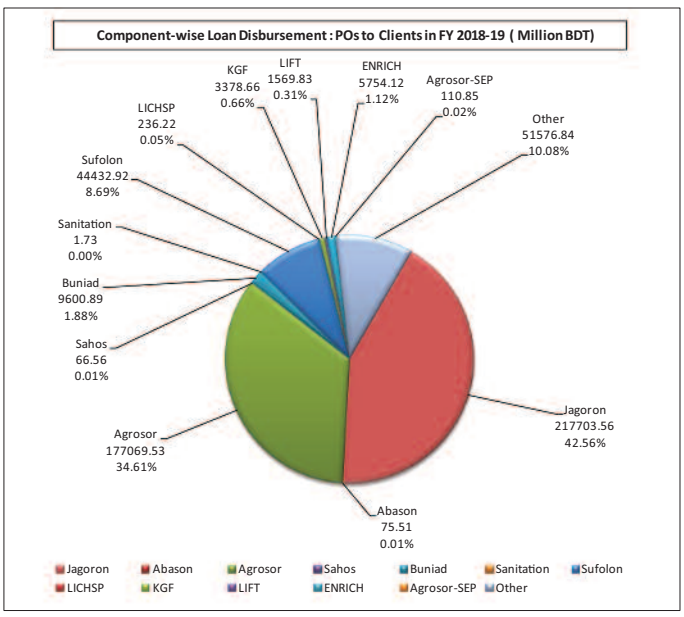

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত প্রায় তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার (৭ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত)	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য
জনাব অরিজিৎ চৌধুরী (২৮ আগস্ট ২০১৯ থেকে)	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য : সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

জাতীয় শোক দিবস পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৪তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পিকেএসএফ যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে পালন করে। উল্লেখ্য, বিগত ১৫ আগস্ট ২০১৯ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে পিকেএসএফ। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এই দোয়া মাহফিলে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে মহান এই নেতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

পিকেএসএফ মিলনায়তনে বিগত ২২ আগস্ট ২০১৯ **বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ** শীর্ষক এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক। পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক ১৯৭১ সালে আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন। তার স্মৃতিচারণ থেকে যুদ্ধদিনের নানা উত্তাপ ও উৎকণ্ঠার কথা শ্রোতা-দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। উনিশ শ' একাত্তর যেন সেদিনের কষ্ট, ত্যাগ ও বিজয়ের অবিনাশী নেশা ও অনিশ্চয়তার সড়ক অতিক্রম করে আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে পিনপতন নীরবতার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা সাজ্জাদ জহিরের ভাষণ বেশ দীর্ঘ হলেও সকলে খুবই মুগ্ধ হয়ে শোনেন।

পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যেও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। তা ছাড়া ৭ মার্চ ঢাকা রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ দানের দৃশ্য এবং সেই থেকে কীভাবে অদ্যাবধি তার হৃদয়ের গহীনে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'—এই ঘোষণা অমর অক্ষয় হয়ে আছে, সেকথা ব্যাখ্যা করেন। তদুপরি, তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তার অভিজ্ঞতাও স্মৃতিচারণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ সদস্য ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী ও রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বঙ্গবন্ধুর দুঃসাহসী ও যুগপৎ প্রজ্ঞাঋদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও তাদের জীবন উন্নয়নের ভাবনায় কী গভীরভাবে ব্যাপৃত ছিলেন, সেসবের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন এবং বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সর্বদাই প্রাসঙ্গিক থাকবেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের (ষষ্ঠ–দশম শ্রেণি) জন্য দুই স্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

সরকারি কর্মসূচির অনুসরণে আগস্ট মাসের প্রথম তারিখ থেকে পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রতিদিন কালো ব্যাজ ধারণ করেন। শোকের মাসের বার্তা দৃশ্যমানভাবে প্রতিফলনের জন্য পিকেএসএফ ভবনের ছাদ থেকে নিচের সোপান পর্যন্ত দুটি দীর্ঘ ব্যানার সারা মাসব্যাপী প্রদর্শিত হয়, যা অফিসে আগত সকল ব্যক্তি ও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।